# Rishi Bankim Chandra Evening College

## B.A./B.SC./B.COM. (Honours, Major, General) Examinations, 2020

## Part–I

## (Compulsory)

## BENGALI

## বাংলা-আবশ্যিক

Duration : 2 Hours | Full Marks : 50

প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমানের দ্যোতক ।
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বঞ্ছনীয়।

## আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বাংলা

১. নিম্নে-উদ্ধৃত যে-কোন ১টি প্রবন্ধাংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

ক. জীবের শত্রু জীব ; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য ; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে ; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে ; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না ; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা ‘জমীদার সম্প্রদায়’ সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাসয়, প্রজাবৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী ; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ; আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় ‘জমীদার সম্প্রদায়’ বুঝিবেন না।

প্রশ্ন (ক) : বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু কে ? ২
প্রশ্ন (খ) : জমিদারদের নিপীড়নবৃত্তির কথা প্রসঙ্গে লেখক কোন্, কোন্ উপমা ব্যবহার করেছেন ? ৪
প্রশ্ন (গ) : জমিদারেরা কি প্রকৃত অর্থেই কৃষকদের উদরস্থ করেন ? ২
প্রশ্ন (ঘ) : কৃষকদের দুর্দশার কারণ কী ? ৪
প্রশ্ন (ঙ) : প্রাবন্ধিক কী বাংলার সমুদয় জমিদার সম্প্রদায়কেই কৃষককুলের শোষক-রূপে বর্ণনা করেছেন ? ৩

খ. বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধকার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য-বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ-এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল--'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়েছিল।'

প্রশ্ন (ক) : বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফল কী হয়েছে? ২
প্রশ্ন (খ) : পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মতানুসারে অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও। ৪
প্রশ্ন (গ) : কোন্ অন্ধ সংস্কারের কথা বলা হয়েছে? তা কীভাবে দূর হচ্ছে? ২+২
প্রশ্ন (ঘ) : কীভাবে অপবিজ্ঞান গড়ে ওঠে? ৩
প্রশ্ন (ঙ) : অপবিজ্ঞানজাত ভ্রান্তির উদাহরণ দাও। ২

২. আমফান-বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের অসহায় মানুষদের পুনর্বাসন-- এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

**আথবা**

সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্ন-লিখিত অংশ পুনর্নির্মাণ করো (অনধিক ৫০টি শব্দের মধ্যে) : ১০

বেঙ্গালুরু, সিডনি : জল্পনার অবসান। ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন রোহিত শর্মা। যার অর্থ, হিটম্যানের অস্ট্রেলিয়ার বিমানে ওঠা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সোমবার আস্ট্রেলিয়া উড়ে যাবেন রোহিত। সেখানে ১৪ দিনের কোয়ারান্টিন কাটিয়ে অস্ট্রেলিয়ার শেষ দুটো টেস্ট খেলতে কোনও সমস্যা থাকল না। প্রসঙ্গত, সেই টেস্ট দুটো সিডনি (৭-১১ জানুয়ারি) ও ব্রিসবেনে (১৫-১৯ জানুয়ারি)।

আইপিএলের পর দেশে ফিরে আসেন রোহিত। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে পুরোপুরি ফিট হওয়ার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় একাডেমিতে ছিলেন । এনসিএ ডিরেক্টর রাহুল দ্রাবিড়ের তত্ত্বাবধানে এই ক'দিন রিহ্যাব করেছেন।

এ দিকে, শুক্রবার সিডনিতে প্রথম দিনেই জমে গেল ভারত বনাম আস্ট্রেলিয়া 'এ' দিন-রাতের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। অ্যাডিলেডে ১৭ ডিসেম্বরে শুরু গোলাপি বল টেস্টে যে প্রেসারদের রাজত্ব হতে চলেছে, তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল এদিন। আগে ব্যাট করে ভারত অল আউট হয়ে যায় ১৯৪ রানে। জবাবে তিন দিনের ম্যাচের প্রথম দিনেই অজিদের ১০৮ রানে থামিয়ে দেন মহম্মদ সামি (৩-২৯), জশপ্রীত বুমরা (৩৩-২), নভদীপ সাইনি (৩-১৯), মহম্মদ সিরাজ (১-২৬)।

৩. যে-কোন ৫টি শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো : ৫ x ১

Article, Aesthetics, Bidding, Chorus, Detenu, Impulse, Linguistics, Mythology, Syntax, Tradition

৪. 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কবিতাটির মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখো। ১০

**অথবা**

'স্বার্থের সমাপ্তি আপঘাতে' কবিতাটি'র কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো। ১০

৫. ''ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে--এ--এ--না!'' কার লেখা, কোন্ গল্পের অংশ? ফটিক কে? তার এই প্রকার বক্তব্যের নেপথ্যের ইতিহাসটি বর্ণনা করো। ১+১+১+৭

**অথবা**

'পোস্টমাস্টার' গল্প অবলম্বনে রতন চরিত্রটির পরিচয় দাও। ১০